তারিখ 26 FEB 2010
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

দৈনিক ইত্তেফাক

ওয়াদা ভঙ্গকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবে কেন

● ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র (ডিআইইউ) নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত বুধবার কলাবাগান মাঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে পালিত হয়। দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও সম্ভাবনার বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, গুণগত মান ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে যুগোপযোগী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের অর্ধ-শতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক সফল হলেও অনেকগুলো সফল হতে পারেনি। এসব অসফল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দায় কে নেবে এমন প্রশ্ন রেখে মন্ত্রী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রণীত হয়েছিল। সংশ্লিষ্টদের সাথে অধিকতর আলোচনার জন্য আমরা আইনটি সাথে সাথে পাস না করে সময় নিয়েছি। বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা করে আইনটি আমরা যুগোপযোগী করা হয়েছে। শীঘ্রই এটি জাতীয় সংসদে উঠবে। তবে এর মধ্যেও যদি কোন পরামর্শ থাকে তাও বিবেচনায় আনা যেতে পারে। তিনি বলেন, ৫ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসের ওয়াদা দিয়ে যারা ১০/১৫ বছরেও পূরণ করেননি তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন রেখে বলেন, ওয়াদা ভঙ্গকারী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারম্যান মোঃ সবুর খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, বাণিজ্য অনুষদের উপদেষ্টা অধ্যাপক এম শাজাহান মিনা, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডঃ লুৎফর রহমান, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডঃ সুশীল কুমার দাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মোঃ ফখরে হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মেনে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিল তা মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করা। আমরা বর্তমানে একটি নতুন আইনের অপেক্ষায় আছি যে আইনে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও উদ্যোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি সুনির্ধারিত থাকবে। সবুর খান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো সুবিধা, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ, মেধাবী ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলি, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ল্যাব সুবিধা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের নাগালের মধ্যে শিক্ষাব্যয়, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য বৃত্তি কোটা বরাদ্দসহ বিভিন্ন সুবিধাসমূহ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃতিত্ব ও অবদানের জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট আফতাব উল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিকালে 'সম্ভাবনার বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানের পর সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।